টেলিস্কোপ

## এক বিষয়ে দুই ধারাবাহিক

# ‘কাদম্বিনী’ বনাম ‘প্রথমা কাদম্বিনী’

নজিরবিহীন এক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। মুখোমুখি বাংলার জনপ্রিয় দুই চ্যানেল। জি বাংলা ও স্টার জলসা। প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয় ‘কাদম্বিনী’।

একই বিষয় নিয়ে সমসময়ে মুক্তি পাচ্ছে দুই চ্যানেলে দু’টি পৃথক মেগা ধারাবাহিক। এ রকমটা আগে কখনও দেখা যায়নি বাংলা মেগা ধারাবাহিকের উঠোনে।

চ্যানেলে চ্যানেলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্বাস্থ্যকর। তাতে ভালো কনটেন্ট উঠে আসে। লাভবান হন দর্শকরা, কিন্তু একই মানুষের জীবন আধারিত দু’টি ধারাবাহিক দু’টি প্রতিদ্বন্দ্বী চ্যানেলে একই সময়ে এলে বিভ্রান্ত হন দর্শক এবং দ্বিধাবিভক্তও হয়ে পড়েন। এমনিতে কনসেপ্ট চুরি নিয়ে অলিখিত বহু অভিযোগ ও কাদা ছোড়াছুড়ি অতীতেও দেখা গিয়েছে বাংলা টেলি পাড়ায়। কিন্তু এক সঙ্গে একই বিষয় নিয়ে দুটো ধারাবাহিক মুক্তি পায়নি আগে কখনও।

এখন প্রশ্ন হল কে এই ‘কাদম্বিনী’ যাঁকে নিয়ে এ রকম দড়ি টানাটানি শুরু হয়ে গিয়েছে দুই চ্যানেলে?

ডক্টর কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন ১৮৮৩ সালে ব্রিটিশ শাসিত ভারতের প্রথম দুই মহিলা গ্র্যাজুয়েটের অন্যতম। পরবর্তীকালে ১৮৮৬ তে কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারিতে গ্র্যাজুয়েট হন। আনন্দী গোপাল যোশির সঙ্গে যৌথভাবে দেশের প্রথম মহিলা ডাক্তার হন তিনি। তারপর ডাক্তারি শাস্ত্রে উচ্চশিক্ষার জন্য ব্রিটেনে যান কাদম্বিনী। ১৮৯২ তে দেশে ফিরে প্র্যাকটিস শুরু করেন।

তবে শুধু এটাই নয়, শতাব্দী পূর্বে রজঃস্বলা মহিলাদের ঘরে বাইরে নানা অসম্মান এবং বিধিনিষেধের কবলে পড়তে হত। তবে আধুনিক ভারতেও পিরিয়ড শেমিং মোটেই বন্ধ হয়ে যায়নি। কোথাও রজস্বলা মহিলাদের মন্দিরে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে তো কোথাও নির্বাচনে মহিলা পদপ্রার্থী রজস্বলা কিনা তা পরীক্ষিত হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী রজস্বলা কিনা তা যাচাই করা হচ্ছে অপমানজনকভাবে।

একশো বছর আগের ভারতেও ডঃ কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়কেও বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার ও বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে চিকিৎসা করতে গিয়ে।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই কিংবদন্তি মহিলা চিকিৎসক কাদম্বিনীর জীবন আধারিত ধারাবাহিক টিভির পর্দায় আনছে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই চ্যানেল।

জি বাংলায় ‘বকুলকথা’ ধারাবাহিকটির সম্প্রচার শেষ হয় ১ ফেব্রুয়ারি। ঠিক তার দিন সতেরো পরেই জি বাংলা প্রকাশ করে কাদম্বিনীর প্রোমো। কিংবদন্তি চরিত্রে দেখা যাচ্ছে অভিনেত্রী ঊষসী রায়কে। এই প্রথম পিরিয়ড ড্রামায় দেখা যেতে চলেছে তাঁকে।

দিনটা ১৮ ফেব্রুয়ারি। আর ঠিক একই দিনে সন্ধ্যায় স্টার জলসা চ্যানেলের সোশ্যাল মিডিয়ায় এল নতুন ধারাবাহিকের টিজার ‘আসছে ধারাবাহিক কাদম্বিনী।’

একইদিনে কিছু সময়ের ব্যবধানে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই চ্যানেলে একই বিষয়কেন্দ্রিক প্রোমো ও টিজার দেখে ছোটপর্দার অনুগত দর্শকরা সত্যিই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। ভাবতে থাকেন আসলে ঠিক কোন চ্যানেলে আসছে ‘কাদম্বিনী’? নাকি কোথাও কিছু ভুল হচ্ছে সম্প্রচারে!

তবে বাজারে তখন এমনও শোনা যায় যে স্টার জলসা–র ‘কাদম্বিনী’, নামে এক হলেও মোটেই তা ডঃ কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনী নয়, অন্য এক পিরিয়ড ড্রামা।

কিন্তু দর্শকদের মনে একটা আশঙ্কা রয়েই যায়। তবে বেশিদিন অন্ধকারে থাকতে হয় না। ২৩ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় স্টার জলসা চ্যানেলেও এল তাদের প্রোমো।

সেই প্রোমো দেখে পরিষ্কার হয়ে গেল, তাদেরটাও আসলে ডঃ কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবন নিয়েই তৈরি মেগা ধারাবাহিক। এই চ্যানেলে নাম ভূমিকায় দেখা যেতে চলেছে অভিনেত্রী সোলাঙ্কি রায়কে।

তবে টিজার মুক্তির সময় ‘কাদম্বিনী’ নাম থাকলেও স্টার জলসা তড়িঘড়ি নামে একটু পরিবর্তন এনে তাদের ধারাবাহিকের নতুন নামকরণ করেন ‘প্রথমা কাদম্বিনী’। জি বাংলার ‘কাদম্বিনী’–র থেকে তাদের ধারাবাহিককে আলাদা দেখানোর প্রয়াস।

‘ভগৎ সিং’–এর মতো একই বিষয় নিয়ে বলিউডে একসময় পরপর বেশ কয়েকটি ছবি মুক্তি পায়। মাস্টারদা সূর্য সেনকে নিয়েও দু’টি ছবি হয় বলিউডে কিছু সময়ের ব্যবধানে। কিন্তু বাংলা টেলিভিশনে জীবন আধারিত ধারাবাহিকের ক্ষেত্রে এরকম ঘটনা নজিরবিহীন বলা যায়।

এমন বহু দর্শক আছেন যারা জি বাংলা ও স্টার জলসা দু’টি চ্যানেলই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেন। তাঁরা শেষ পর্যন্ত কোন চ্যানেলের কাদম্বিনী দেখবেন তা বোঝা যাবে সম্প্রচার শুরুর কিছুদিন পর থেকেই। চিত্রনাট্য ও সংলাপের মুনশিয়ানা, ক্ষুরধার অভিনয় এবং পরিবেশনের গুণে যে কাদম্বিনী অন্য কাদম্বিনীকে টেক্কা দিতে পারবেন তিনিই পাবেন টিআরপি তথা দর্শক আনুকূল্য।

মুখোমুখি লড়াইটা এবার প্রযোজক, পরিচালক তথা সমস্ত কলাকুশলীদেরও। ‘কাদম্বিনী’ রূপে কে বাজিমাত করতে পারবেন? ঊষসী না সোলাঙ্কি? টিআরপি–র ওঠা–নামায় বাড়তি চাপ তৈরি হবে দু–পক্ষেই।

পরবর্তী প্রতিযোগিতাটা অবশ্য স্লট নিয়ে।

কোন চ্যানেল কোন স্লটে ‘কাদম্বিনী’ সম্প্রচার করতে পারছেন তার উপরও নির্ভর করছে দর্শক টানার প্রতিযোগিতা।

তবে শেষপর্যন্ত সব মহলেই একটা ধন্দ রয়েই যাচ্ছে। সাধারণত নতুন কোনও ধারাবাহিক শুরুর আগে তার প্রস্তুতি এবং শুটিং শুরু হয়ে যায় কয়েকমাস আগে থেকেই। টেলি ইন্ডাস্ট্রির ভিতরে আগেভাগেই খবর থাকে কোন চ্যানেল নতুন কোন ধারাবাহিক নিয়ে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে। শিল্পী ও কলাকুশলীরাও এব্যাপারে অবগত থাকেন।

বাংলার মতো অপেক্ষাকৃত ছোট এবং স্থানীয় ইন্ডাস্ট্রিতে কী করে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই চ্যানেল একই বিষয় নিয়ে ধারাবাহিক তৈরির পথে এগোল এবং ইন্ডাস্ট্রিতে কেউ তা জানতে পারল না? নাকি সব জেনেশুনেই সম্মুখ সমরে নামলেন বাংলার প্রথম সারির দুই টিভি চ্যানেল? হয়তো পরবর্তী সময়ে এই রহস্যের কিনারা হবে। আপাতত একটু বেশি ভাল হওয়ার প্রতিযোগিতা অব্যাহত।

ডোডো রায়